

MANASA KUSUMA.

PART I.

BY

RAM DAYAL GHOSH.

"——নির্ব্বিবেক বিধাতা
উদ্ভট।

মানস কুসুম।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদয়াল ঘোষ
প্রণীত।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭৯

মূল্য ৵০।

MANASA KUSUMA.

PART I.

BY

RAM DAYAL GHOSH.



"——নির্ব্বিবেক বিধাতা।
উদ্ভট।

মানস কুসুম।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদয়াল ঘোষ
প্রণীত।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭৯

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		নির্ব্বিবেক	নির্ব্বিবেকো
২	১১	আমার	আসার
৩	৩	পূরিত	পূরিতু
৩	১১	রাশী	রাশি
৪	২	নিদারুন	নিদারুণ
৪	১৭	তনূ	তনু
৬	১১	অবণীর	অবনীর
৮	৮	পরলোক	পরলোকে
৯	১	বিভূ	বিভু
১০	৬	বিহারে	বিহরে
১০	১১	বিচ্ছেদ	বিচ্ছেদে
১০/	৩	দরিদ্র	দারিদ্র
১২	১	ঐশ্বরজ্ঞ	ঐশ্বরয
১৪	১৫	গগণে	গগনে
১৬	৩	য়াশি	রাশি
১৬	৭	ক্ষীণনর	ক্ষীণবল
১[illegible]	১	ফলচয়	ফুলচয়
২০	১৬	পাষাণ	হৃদয়
২১	৪	লঙ্ঘণ	লঙ্ঘন
৩৪	১৬	আনন্দ	উন্নতি
৪১	১৮	পুড়িতেছে	পুড়িতেছ
৪৫	৪	ধর্য্য	ধৈর্য্য
৪৫	৪	ঐধরে	ধরে

ভূমিকা।

এক দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মদ্রচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করত আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া উহা পুস্তকাকারে সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। আমি কেবল তাঁহারই পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিলাম।

এক্ষণে সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ লাভ করেন তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

চাকদহ স্কুল }
১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ } শ্রীরামদয়াল ঘোষ।

লর্ড মেয়োর অকাল মৃত্যুজনিত ভারতবর্ষ-বাসীর খেদ।*

১

তাড়িত-বারতা-বহ! বলো না হে আর,
তব কথা শুনে ফাটে, হৃদয় আগার।
বন্ধুরে জানালে দুঃখ, শান্ত হয় মন,
তাই কি বলিলে তুমি, এ হেন বচন?
তাই কি সুহৃদ্ ভেবে, ভারত সন্তানে,
মর্ম্মভেদী কথা বলি, সুস্থ হলে প্রাণে?
অবশ্য হইতে পার, শোকাতুর অতি,
তাই ক্ষণ মাঝে, শুনাইলে এ ভারতি—
"বলিতে বিদরে মন,
ভারত সন্ততিগণ!
আন্দামানে ছিল, এক দুরন্ত যবন,
হায়! নর নয়, সাক্ষাৎ শমন!!

---

* চাকদহ শুভকরী সভায় পঠিত ও পরিবর্ত্তিত।

তথায় সময় পেয়ে,
পাপাত্মা আসিয়ে ধেয়ে,
বধিল বধিল অই মেয়ো গুণমণি !
মধ্য গগণেতে অস্তমিত দিনমণি ।
হায় ! অই দেখ হয়েছে রজনী ! ! !”

২

স্বর্গীয় পুরুষ ! তুমি হায় ! কি কুক্ষণে,
রাজধানী ত্যজি যাত্রা কৈলে পর্য্যটনে ।
অমিয় বচন তব, রূপ মনোহর,
সর্ব্ব গুণে অলঙ্কৃত, তোমার অন্তর ।
সে সব কোথায় আজ, রয়েছে তোমার,
ভাবিলে অজস্র ঝরে, নয়ন আমার ।
রাজ প্রতিনিধি তুমি, ভারতের স্বামী,
কেমনে তোমার গুণ বর্ণিব হে আমি ।
বিশেষ তোমার শোক, বিছার সমান
দারুণ যাতনা দিয়া, দহিতেছ প্রাণ ।
হায় ! হায় ! হায় !
তনু জ্বলে যায়,
শুনিলে যবন হাতে, তোমার নিধন,
শৃগালে বধিল মরি ! সিংহের জীবন ! !

আহা ! আহা ! মরি ! মরি !
ওরে নিদারুণ অরি !
কলুষ পুরিত তোর, হৃদয় পাথর,
স্পর্শিতে সে বর বপু, হলিনে কাতর !
হায় ! হলিনে কাতর ! ! !

৩

অযশ ঘুষিবে তব, ওহে আন্দামান,
যাবত থাকিবে, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান ॥
ললাটে কলঙ্ক রেখা, পরিয়াছ ভাল,
দুর্জ্জন সংসর্গে এই ফল চিরকাল।
তুমি কি শুননি কভু, শাস্ত্রের বচন,
সঙ্গ দোষে বিঘ্ন রাশী, ঘটে অগণন।
যা হোক ললনে ! ভাল পরিলে ভূষণ,
সভয়ে করিবে তাহা, সবে দরশন।
বর্ষ, মাস, তিথি, পক্ষ, দিন, ক্ষণ, বার,
কলঙ্কের ডালি হলো, মস্তকে সবার।
হায় ! হায় ! হায় !
তনু জ্বলে যায়,
শুনিলে যবন হাতে, মেয়োর নিধন,
শৃগালে বধিলে মরি ! সিংহের জীবন !

আহা! আহা! মরি! মরি!
ওরে নিদারুন অরি!
কলুষ পূরিত তোর, হৃদয় পাথর,
স্পর্শিতে সে বর বপু, হলিনে কাতর!!
হায় হলিনে কাতর!!!

৪

ওরে নরাধম! দুষ্ট দুরন্ত যবন!
আঁধার করিলি মরি! ভারত ভবন!!
কেনরে নৃশংস তুই, একাজ করিলি,
কোন্ অভিসন্ধি তুই একাজে সাধিলি?
শুনিলাম পূর্ব্বে নাকি, তুইরে বর্ব্বর।
হত্যা অপরাধে, হয়েছিস দ্বীপান্তর।
হত্যাই ব্যবসা তোর, বুঝিনু এখন,
তা না হলে হেন কাজ, করে কোন জন?
দয়া নাই মায়া নাই, ওরে দুরাচার!
মেয়ো রত্ন হরি, সব করিলি আঁধার!
হায়! হায়! হায়!
তনু জ্বলে যায়,
শুনিলে রে তোর হাতে মেয়োর নিধন;
বধিলি শৃগাল হয়ে, সিংহের জীবন!

আহা ! আহা ! মরি ! মরি !
ওরে নিদারুণ অরি !
কলুষ পূরিত তোর হৃদয় পাথর,
স্পর্শিতে সে বর বপু, হলিনে কাতর !!
হায় ! হলিনে কাতর !!!

৫

শুনিয়া বারতা বহ ! হেন সমাচার,
সত্য হে হইল আজ ভারত আঁধার
অকালে আসিয়া কাল, হরিল রাজন্,
মধ্যাহ্নে উঠিযা মেঘ, ঢাকিল তপন ।
অই শুন, অই শুন, প্রতি ঘরে ঘরে,
উচ্চ রবে কাঁদিতেছে সবে শোক ভরে ।
বাল্, বৃদ্ধ আদি করি, ভারত সন্তান,
দারুণ শোকেতে অই সবে ম্রিয়মান ।
তুমি হে বারতা-বহ !
এই কথা বহ বহ,
যথায় ভারতেশ্বরী করেন বিরাজ—
না দেখি উপমা তার, অবনীর মাঝ ।
দেখিলে ত অবিশেষ,
কিবা দিব উপদেশ,

মেয়ো তরে পুড়িতেছে ভারতের মন,
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে, বলো হে বচন,
তুমি বলো হে বচন ।

৬

অই শুন হইতেছে কামানের শব্দ,
অই দেখ পোত সব হয়ে আছে স্তব্ধ ।
শোকের বসন পরি, কাতর অন্তরে,
অই দেখ কত জন বিচরণ করে ।
বাণিজ্য আগার কত বিশাল মন্দির,
রহিয়াছে অই দেখ নত করি শীর ।
বণিক ব্যাপারী সবে ব্যাকুল অন্তর,
মহাত্মা মেয়োর তরে, সবাই কাতর ।
তুমি হে বারতা-বহ !
এই কথা বহ বহ,
যথায় ভারতেশ্বরী করেন বিরাজ ।
না দেখি উপমা তার, অবনীর মাঝ ।
দেখিলে ত সবিশেষ,
কিবা দিব উপদেশ,
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে, বলো হে বচন,

ভারতে আসিতে কেহ শঙ্কিত না হন,

যেন শঙ্কিত না হন।

৭

বিচার আলয় আদি শান্তি রক্ষা স্থান,

অই দেখ তুলিয়াছে, শোকের নিশান।

জ্ঞান-ধন-দান-শীল, বিদ্যার আগার,

অই দেখ শোকাতুর, শুনি সমাচার।

কলুষ-সন্তাপ-হর যত দেবালয়,

ডাকিতেছে অই দেখ বলি দয়াময়।

পরলোকে তাঁর তরে, যাচিছে মঙ্গল,

এর চেয়ে কৃতজ্ঞতা, কোথা আছে বল?

তুমি হে বারতা-বহ!

এই কথা বহ বহ,

যথায় ভারতেশ্বরী করেন বিরাজ।

না দেখি উপমা তার, অবনীর মাঝ।

আমাদের ক্ষুদ্র মন,

কাঁদিতেছে অনুক্ষণ,

"শুভকরী" তাঁর শুভ, খোজেন সদাই,

এ কথা বলিতে তাঁরে, ভুলো না হে ভাই!

যেন ভুলো না হে ভাই!

৮

বিশ্বের ঈশ্বর প্রভো ! অনাদি কারণ ;
তব অন্ত নাহি পেয়ে, ক্ষান্ত হয় মন ।
অধম শরণ তুমি শান্তি নিকেতন,
তোমার কৃপায় তরে, পাপী, তাপীজন ।
এই ভিক্ষা চাই নাথ ! তব সন্নিধানে,
হৃত মেয়ো রত্নে তোষ, শান্তি সুধাদানে ।
তোমার প্রসাদে যেন, মেয়ো গুণধাম,
পরলোক প্রেমানন্দে ভাসে অবিরাম ।
করযোড়ে তব পদে, করি প্রণিপাত,
বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সুখ দিও তাঁরে নাথ !

ভারত সন্ততিগণে,
ডাক তাঁরে একমনে,

অধম শরণ যিনি, দয়ার ঠাকুর,
পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, সব হবে দূর ।

সেই নাম কর সার,
অশিব না রবে আর,

ইহলোক পরলোকে, তাঁহার কৃপায়,
দহিবে না দহিবে না, পাপ যাতনায়,
আর পাপ যাতনায় ।

৯

হে বিভু করুণাময় ! জগত জীবন,
কৃপা করি কর প্রভো ! সন্তাপ হরণ ।
করুণা বিতর নাথ ! করুণা বিতর,
ভারতবাসীর শোক, দুঃখ, তাপ, হর ।
দুষ্টকে দমন কর, ভব কর্ণধার,
সহেনা যাতনা নাথ ! সহেনা হে আর ।
লেডি মেয়ো জননীর, শোক দুঃখ হর,
তব বরে সুস্থ হোক, তাঁহার অন্তর ।
নিরাপদে যান মাতা, আপনার দেশ,
দুস্তর সাগরে যেন নাহি পান ক্লেশ ।
ভারত সন্ততিগণে,
ডাক তাঁরে এক মনে,
অধম শরণ যিনি, দয়ার ঠাকুর,
পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, সব হবে দূর ।
সেই নাম কর সার,
অশিব না রবে আর,
ইহলোক পরলোকে, তাঁহার কৃপায়,
দহিবে না দহিবে না, পাপ যাতনায়,
আর পাপ যাতনায় ।

শমনের প্রতি।

দুরন্ত শমন! তোর কঠিন হৃদয়,
সানন্দে বিচ্ছিন্ন কর, দাম্পত্য প্রণয়!!
যাহারে সম্মুখে পাও, গ্রাস সে জনায়,
বাল, বৃদ্ধ আদি কেহ, রক্ষা নাহি পায়।
কপোত কপোতী সম, প্রণয়ী দুজন,
সংসারে বিহারে দোহে সুখে অনুক্ষণ।
কিন্তু ওরে কাল! তুই বাজ সম হয়ে,
হরিয়া প্রণয়ী জনে, কোথা যাস্ লয়ে?
তোমার দৌরাত্ম্য, বড় প্রণয়ের হাটে,
স্মরিলে নয়ন ঝোরে, দুঃখে বক্ষ ফাটে।
পলক বিচ্ছেদ যার, ঘটয়ে প্রলয়,
হরিয়া কোথায় তারে রাখিস নিদয়?
আর যে হেরিবে তায় এ পোড়া নয়ন,
আর যে শুনিবে তার অমিয় বচন;
হেন সম্ভাবনা বলো থাকেরে কোথায়,
নৃশংস আচারে তোর, প্রাণ জ্বলে যায়।
সহিয়াছে তোর অত্যাচার যেই জন,
সেই জন জানে চির বিচ্ছেদ কেমন।

জানি আমি রে চণ্ডাল তোর পরাক্রম,
কাটিলি কুসুম কলি, হয়ে কীট সম।
দরিদ্র আঁধার ঘরে, ছিল যে রতন,
চুপে চুপে আসি, তুই করিলি হরণ।
দয়া, মায়া, নাই তোর, ওরে নিদারুণ!
কেবল জ্বালিতে পার, শোকের আগুণ!
নিঠুর তোমার হিয়া, পূরিত শঠতা,
কাটিতে প্রণয় পাশ, না হয় মমতা,
তোর না হয় মমতা!!!

প্রিন্‌স্ অব ওয়েল্‌সের পীড়ায় ভারত-
বাসীর মনের ভাব।

১

কেন গো ভারতেশ্বরি! বিরস বদন,
কেন মা নীরবে আজ, করিছ রোদন?

জবা সম আঁখি যুগ, হয়েছে তোমার,
কি কারণে হেরিতেছ সব অন্ধকার ?
কি মেঘে ঘেরেছে তব মানস আকাশ,
থেকে থেকে কেন এত সুদীর্ঘ নিশ্বাস ?
অশন বসনে কেন এত অনাদর,
কিছুই তোমার কাছে, নহে তৃপ্তিকর ?
তোমার বিষম ক্লেশে, কাতর হইয়া,
সন্তাপ নাশিনী নিদ্রা, গেছেন চলিয়া।
বুঝেছি বুঝেছি মাতঃ ! বুঝেছি এখন,
যে জন্যে তোমার আজ হয়েছে এমন।
হৃদয়-নন্দন-সুতে, ব্যাধি দুরাচার,
দিতেছেযাতনা ; তাই সন্তাপ তোমার !
ধৈরয ধর গো আর ভেবে কাজ নাই,
ওমা ভিক্টোরিয়া,
কি ফল ভাবিয়া,
যাঁহার ভাবনা তিনি ভাবেন সদাই,
দেখ নিশাকর করে,
সদা সবে নৃত্য করে,

ক্ষণ মাঝে নিরানন্দ করে জলধর.
তাকি কভু সমভাবে থাকে নিরন্তর ?
হে মা ! থাকে নিরন্তর ?

২

তব পুত্র তরে মাতঃ ! সবার অন্তর
বিষাদ সাগরে পড়ি হতেছে কাতর,
একে একে হের মাতঃ ! সবার মুরতি,
কখন কি হয় ভাবি সবে ভীত অতি,
তব পুত্র বধূ অই বিরস বদনে,
পতির মঙ্গল চিন্তা করে মনে মনে।
অন্যান্য সন্তান তব সবে ম্রিয়মাণ
ভ্রাতার যাতনা দেখি, ফাটিছে পরাণ,
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি সবাই কাতর,
ব্যস্ত হয়ে ঘুরিতেছে যত অনুচর।
ভিষক্ মণ্ডলী সবে অবাক্ হইয়া,
অই দেখ ভাবিতেছে গালে হাত দিয়া।
এসব দেখিয়া তুমি পাগলিনী প্রায়,
কেবল ভাবিছ এর কি হবে উপায়।

ধৈরজ ধরগো আর ভেবে কাজ নাই।
এমা ভিক্‌টোরিয়া,
কি ফল ভাবিয়া,
যাঁহার ভাবনা তিনি ভাবেন সদাই।
দেখ নিশাকর করে,
সদা সবে নৃত্য করে,
ক্ষণ মাঝে নিরানন্দ করে জলধর,
তাকি কভু সমভাবে থাকে নিরন্তর,
হে মা! থাকে নিরন্তর?

৩

পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত, করগো জননি!
ভারত ভাসিছে দুখে দিবস রজনী।
তীর্থের কাকের সম, ভারত সন্তান,
সংবাদ পত্রিকা তরে উৎসুক পরাণ,
সমাচার পড়ি অই, সবে দুঃখাতুর,
বীণা তন্ত্র সম হিয়া করে দুর্ দুর্।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম পবিত্র মন্দিরে,
অই ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ ভাসি প্রেমনীরে,
সঘনে ডাকিছে সেই অনাদি কারণে,
রক্ষিতে এবার তব প্রাণের নন্দনে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, য়িহুদি, যবন,
আপন আপন দেবে করে আরাধন।
নিদারুণ ব্যাধি হতে, তব পুত্রবর,
কেমনে পাইবে ত্রাণ, ভাবে নিরন্তর।
ধৈরয ধরগো আর ভেবে কাজ নাই,
ওমা ভিক্‌টোরিয়া,
কি ফল ভাবিয়া,
যাঁহার ভাবনা তিনি ভাবেন সদাই।
দেখ নিশাকর করে,
সদা সবে নৃত্য করে,
ক্ষণ মাঝে নিরানন্দ করে জলধর,
তাকি কভু সম ভাবে থাকে নিরন্তর?
হেমা! থাকে নিরন্তর ?

প্রিন্‌স অভ্‌ ওয়েল্‌সের আরোগ্যে ভারতের আহ্লাদ।

১

এতদিন পরে আজ তোমার এবেশ,
হেরিয়া ভারতকত্রি! হলো দুঃখ শেষ।

কোথায় তোমার সেই মলিন বদন,
কোথায় তোমার সেই সজল নয়ন ?
সহসা এভাব তব হলো কি কারণ,
কেন আজ্ দেখি তব, সহাস্য বদন ?
কোন দেব দয়া করি দিল বর দান,
মৃত্যু হতে তব পুত্র পান পরিত্রাণ ?
নিরখি তোমার দুখ, নাহি থাকে বল,
তোমার মঙ্গলে মাতঃ ! সবার মঙ্গল ।
ভারত ভাসিল আজ্ সুখের সাগরে.
আনন্দ অপার,
হয়েছে সবার,
অই দেখ ঘরে ঘরে সবে নৃত্য করে ।
দুখ নিশি অবসানে,
মত্ত সবে বিভু গানে,
উদিল সুখের রবি. মানস গগণে,
হাসিল ভারত অই, আনন্দ কিরণে,
আজ্ আনন্দ কিরণে;

২

হেমাতঃ ! তোমার যত ভারত সন্তান
অই দেখ সবাকার সুস্থির পরাণ ।

বাল বৃদ্ধ আদি করি, আনন্দের ভরে,
মঙ্গল সূচক কার্য্য করে ঘরে ঘরে।
দ্বারেতে রয়েছে অই মঙ্গল কলস
কিবা শুভদিন ; সবে প্রফুল্ল মানস।
দেবালয়ে হইতেছে দেবের অর্চ্চনা,
বাজিছে বাজনা অই সুখের বাজনা।
ভারতে যা কিছুআছে মঙ্গল লক্ষণ,
প্রেম ভরে প্রকাশিছে যাহার যেমন।
"শুভকরী" শুনি মাতঃ ! হেন সমাচার,
অই দেখ প্রকাশিছে আনন্দ অপার।
আলবার্ট যুবরাজ, ঈশ্বর প্রসাদে
আরোগ্য পেলেন বলে মাতিছে আহ্লাদে।
ভারত ভাসিল আজ্ সুখের সাগরে,

আনন্দ অপার
হয়েছে সবার

অই দেখ ঘরে ঘরে সবে নৃত্য করে॥

দুঃখনিশি অবসানে
মত্ত সবে বিভু গানে,

উদিল সুখের রবি মানস গগণে,
হাসিল ভারত অই আনন্দ কিরণে,

আজ্ আনন্দ কিরণে,

৩

অনাদি কারণ নাথ ! কাঙ্গাল ঠাকুর,
তোমার কৃপায় বিঘ্ন রাশি হয় দূর ।
সন্তানের প্রতি তব করুণা সমান,
ভাবিলে গলিয়া যায় হৃদয় পাষাণ ।
রাজা, প্রজা, ধনী, মানী, অথবা, বিদ্বান্,
দীন হীন, ক্ষীণনর, আর, বলবান্ ;
যে কেহ তোমার বিধি করে উল্লঙ্ঘন,
নিশ্চয় তাহার ফল ভুঞ্জে অনুক্ষণ ।
কৌশলে দেখাও নাথ ! কত উপদেশ
দেখিয়ে দেখেনা
ঠেকিয়ে শিখেনা,
জ্ঞানান্ধ হইয়ে লোক সদা পায় ক্লেশ ।
এস, এস, বিশ্বনাথ !
তব পদে প্রণিপাত,
তোমার প্রসাদে যাক ভ্রম অন্ধকার,
মধুর দয়াল নামে ভাসুক সংসার,
আজ ভাসুক সংসার ।

৪

অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতে ! শান্তির নিদান,
জীবের মঙ্গল সদা করিছ বিধান।
ব্রিটন ধামেতে যিনি, করেন বসতি,
তুষিতে যাঁহার মন সবে ব্যস্ত অতি।
যাঁহার প্রতাপে শত্রু কাঁপে থর থর,
সতত দুরাত্মা জনে, শঙ্কিত অন্তর।
শত শত রাজগণ, যাঁহার দুয়ারে,
কর লয়ে নিরন্তর রয়েছে দাঁড়ায়ে।
তাঁহারো সন্তান তব নিয়ম অধীন,
ভাবিয়া অবাক নাথ ! হয়েছে এ দীন।
ভারতের এই আশা, সতত অন্তরে,
চির সুখী যুবরাজ, হোক তব বরে।
কৌশলে দেখাও নাথ ! কত উপদেশ.
দেখিয়ে দেখেনা,
ঠেকিয়ে শিখেনা,
জ্ঞানান্ধ হইয়ে লোক সদা পায় ক্লেশ।
এস, এস বিশ্বনাথ !
তব পদে প্রণিপাত,
তোমার প্রসাদে যাক্ ভ্রম অন্ধকার,

মধুর দয়াল নামে ভাসুক সংসার,
আজ ভাসুক সংসার,

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন
মহোদয় শ্রীচরণ কমলেষু।

চাকদহ, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭২।

একি শুনি! একি শুনি! বৈদ্যকুল রাজ!
সংবাদ পত্রিকা সহচরী মুখে আজ।
ত্যজি এ অঞ্চল নাকি যাবে অন্য স্থল,
শুনিয়া অবধি প্রাণ, কাঁদিছে কেবল!!
দুঃখিনী দুহিতা সম, ভাবিয়া আমায়,
পালন করেছ কত স্নেহ মমতায়॥
হায়! যবে দীন বেশে, বাছাদের লয়ে,
দ্বারে দ্বারে ফিরিতাম নিরাশ্রয় হয়ে,
তখন করুণা তব হয়ে অগ্রসর,
বাঁধিয়া দিলেক মম গৃহ মনোহর।
এই যে পরেছি অঙ্গে যত অলঙ্কার,
তব আশীর্ব্বাদে সব, কি কহিব আর।
কেমনে ভুলিব বলো, ভুলিব কেমনে,
অকৃত্রিম স্নেহ তব, এছার জীবনে।

অবলা রমণী আমি নাহি জ্ঞান লেশ,
কহিতে তোমার গুণ পারি কি বিশেষ ?
সুশীলের সখা তুমি, দুঃশীলের অরি,
তুষ্ট হও উপকার ব্রত সাঙ্গ করি।
আমার ভগিনী বহু আছে স্থানে স্থানে,
সবারে করেছ তৃপ্ত কৃপাবারি দানে।
না জানি কেমন আজ তাহাদের মন,
শুনি এ দারুণ বার্ত্তা করিছে এখন।
ঈশ্বর সমীপে এই বিনতি আমার,
দেহ মন সুস্থ তব, থাকে অনিবার।
সন্তান সন্ততি আদি পরিবার যত,
আনন্দ সলিলে যেন, ভাসে অবিরত।
এই নিবেদন মম, চরণে তোমার,
দুঃখিনী বলিয়া তত্ত্ব লয়ো গো আমার।
কার্য্য উপলক্ষে যবে আসিবে হেথায়,
বারেক দেখিয়ে তবে, যেয়ো গো আমায়।
ও পদ যুগল পুন হেরিবার তরে,
রহিলাম সদা তব আশা পথ ধরে।
কি ধন আমার আছে অর্পিয়া তোমায়,
জানাই ভকতি মম, জগত জনায়।

মানস উদ্যান হতে, তুলি ফলচয়,
দিতে তোমা উপহার,
রচিলাম ফুল হার,
যদিও তোমার কণ্ঠে শোভনীয় নয় ;
তথাপি দুহিতা বলে,
পরো এই হার গলে,
ওপদ কমলে মম ভিক্ষা গুণময় !

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিনী
শ্রীচাকদহ ইংরাজি পাঠশালা ।

হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় ।

১

নমি তব পদাম্বুজে ওমা দয়াবতি !
স্নেহ অঙ্কে দিয়া স্থান,
যে কৃপা করেছ দান,
অবোধ অজ্ঞান বলে, এ সন্তান প্রতি ;
সেই কৃপা মনে হলে,
অমনি পাষাণ গলে,
ভুলিতে পারে কি তাহা, এই মন্দমতি ?

২

বিলাতি সাজেতে তুমি সাজিলে যখন ;
এ দীন সন্তান তবে,
মা মা বলি উচ্চ রবে,
ধাইল* মাসীর বাক্য করিয়ে লঙ্ঘণ ;
" কোথা ছিলি ফেলি মায়,
কোলে করি আয় আয়, "
বলিয়া বক্ষেতে মোরে, করিলে গ্রহণ ।

৩

যত দিন ছিনু তব, লালন পালনে ;
নিত্য নব সুখ ধন,
স্নেহ ভরে অনুক্ষণ,
বিলাইতে হে জননি ! এ অধম জনে ।
তব কর্ম্মচারী গণ,
সুবাক্যে তুষিয়া মন,
চাহিতেন দীন প্রতি, করুণা নয়নে ।

---

* হুগলি কলেজ ।

৪

তোমার অধ্যক্ষ মাতঃ ! শ্রীব্রহ্ম মোহন ।
বিদ্যার অমূল্য হার
গলদেশে শোভে তাঁর,
দয়ালু প্রকৃতি, সদা সহাস্য আনন ;
উপদেশ মহা ধন,
বিলাতে কাতর নন,
কুতূহলে বিতরেন, যে চায় যখন ।

৫

পূজ্য পাদ বিদ্যারত্ন, অতি সদাশয় ;
নানা গুণে বিভূষিত,
স্বকার্য্যে সানন্দচিত,
পবিত্র সংস্কৃত শাস্ত্রে, দক্ষ অতিশয় ;
সে চরণ কোকনদে,
ঋণী আছি পদে পদে,
এখনো জাগিছে মনে, তাঁর বাক্য চয় ।

৬

শ্রদ্ধাস্পদ শিবচন্দ্র, সদাশিব অতি ;

সুবক্তৃতা অলঙ্কার,
শোভে কিবা অঙ্গে তাঁর,
অন্যায় দেখিলে ক্রোধে অনল মূরতি ;
তোমার সন্তান গণে,
শিক্ষা দিয়া প্রাণ পণে,
খুঁজিতেন সদা তব, মঙ্গল উন্নতি ।

৭

ভ্রাতৃগণে মনে মাগো ! পড়ে নিরন্তর ,—
অদ্বৈত আনন্দ ময়,
যোগীন্দ্র, হৃদয় দ্বয়,
রসরাজ, ভোলানাথ, বঙ্কু, যজ্ঞেশ্বর ,
গিরীন্দ্র, গোপাল, নন্দ,
কালী, আর ক্ষেত্রচন্দ্র,
শ্রীবামাচরণ আদি তব পুত্র বর ।

৮

এখনও তাদের প্রেম, সদা পড়ে মনে ;
কেমন মিলিয়া সবে,
মাতি মহা মহোৎসবে,

কাটাতাম সুখে দিন, হরষিত মনে ;
কোথা গেল সেই দিন,
ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ,
আর কি আসিবে তাহা এ ছার জীবনে !'

৯

লইনু এখন তব, চরণে বিদায়,
যত দিন দেহে প্রাণ,
করিবে মা ! অবস্থান,
সতত স্মরিব তব, গুণ সমুদায় ;
তুমি ও, অধম বলে,
সদা স্থান দিও কোলে,
ভুল না ভুল না এই ভিক্ষা তব পায় ।

এক জন শ্রমজীবী প্রজার উক্তি ।

১

হে ধনী ! আশায় আর রাখিবে কদিন
জ্ঞান, ধর্ম্ম, মহাধন,
দীনে করি বিতরণ,

সদা বল সুধিবে হে, তাহাদের ঋণ ;
একথা শুনিয়া, তাই,
তব যশঃ সদা গাই,
অকপটে সেবি তোমা, হইয়ে অধীন।

২

আজ কাল করি কিন্তু, বড় ভোগা দিলে ;
পক্ষ, মাস, বর্ষ কত,
একে একে হোল গত,
তথাপি তোমার বাক্য কই হে পালিলে ?
অজ্ঞানতা পঙ্কে, হায় !
পড়িয়ে পরাণ যায়,
কই হে সদয় হয়ে, আমায় তুলিলে ?

৩

গোলাম হইয়ে রব, আশা বুঝি তাই ?
দিবা নিশি প্রাণ পণে,
তব সুখ অন্বেষণে,
বেড়াইব, তাই বুঝি ভাবিছ সদাই ?

তুমি কি শুননি কভু,
ঈশ্বর সবার প্রভু,
স্বাধীনতা মহা রত্নে, দুঃখী কেহ নাই ?

৪

কৃত বিদ্য-যুবা-দলে, আছিল বিশ্বাস।
তাহারা মানুষ হলে,
দয়া হবে দুঃখী বলে,
তাদের ব্যাভারে এবে ছাড়িনু আশ্বাস।
হলো বটে ধনুর্দ্ধর,
কিন্তু সবে স্বার্থপর ;
তখনো যে দাস মোরা, এখনো সে দাস ! !

৫

দুর্দ্দিন দুর্যোগ কিন্তু, কত দিন রয়।
এত দিনে দয়াময়,
নাশিতে অসুখ চয়,
কৃপা হস্ত প্রসারিয়া দিলেন অভয়।
"ক্যাম্বেল" পুরুষ সার,

সাগর হইয়ে পার,
আসিয়া, বঙ্গেতে অই হয়েছে উদয়।

৬

দীনের দুর্দ্দশা শুনি, গলে তাঁর মন ;
দীন দুঃখী প্রজা সবে,
সদা মন-সুখে রবে ;
এই ইচ্ছা মনে তাঁর, জাগে অনুক্ষণ।
পূর্ব্বকার বিধি যত,
ভাঙ্গিয়া গড়িল কত,
আমাদের অজ্ঞানতা করিতে হরণ।

৭

এবার বঙ্গেতে মুর্খ, কেহ নাহি রবে,
দোকানী পসারী গণ,
চাসা, ভুষো অগনণ,
"কাম্বেল" প্রসাদে সবে, সুপণ্ডিত হবে।
এই কথা মনে হলে,
মহানন্দে অশ্রু গলে,
দুর্ভাগার হেন দিন, আসিবেক কবে ?

৮

এখনি হতেছে মরি ! কত সাধ মনে ।

জরীপ জবান বন্দি,

আইন কানন ফন্দি,

শুভঙ্করী, চিত্র বিদ্যা, গ্রন্থ অধ্যয়নে,

রত হয়ে অনুক্ষণ,

নির্বোধ সন্তানগণ,

পরিতৃপ্ত হবে জ্ঞান সুধা আস্বাদনে ।

৯

কেহ না ঠকাতে মোরে, পারিবে তখন ।

গণ্ড মূর্খ ভাবি মোরে,

চাহিবেক জোরে জোরে,

দেনার দ্বিগুণ যবে, উত্তমর্ণগণ ;

অমনি সন্তানে ডাকি,

ধরাইয়া দিলে ফাঁকি,

থেতা মুখ ভোতা করি, রহিবে কেমন ।

১০

কে পাবে আমার বার, সে সুখ সময় ?

অত্যাচারী জমীদার,

দিনে ডাকি শত বার,
পীড়ন করিবে আর নাহি রবে ভয় ;
পিয়াদা দেখিলে পর,
আর না থাকিবে ডর,
আইনের কথা কব, হইয়ে নির্ভয়।

১১

পাইক মুখেতে শুনি, আমার বচন,
কি বিপদ হায় ! হায় !
ভয়েতে আড়ষ্ট প্রায়,
হইয়ে ভূস্বামী তবে, করিবে রোদন।
স্মরিয়া পূর্ব্বের দাপ,
হবে তার মনস্তাপ,
মহাত্মা ক্যাম্বেলে ক্রোধে নিন্দিবে তখন :

১২

" কোথা হতে এসে পাপ মজায়েছে দেশ,
চাসা, ভূষো অন্ধ ছিল,
চক্ষু ফুটাইয়ে দিল,
আমাদের দফা রফা করিল বিশেষ।

সে কালে যখন যাহা,
করিতাম সুখে তাহা,
এখন করিলে ঘটে বিপদ অশেষ।”

১৩

হে কাম্বেল গুণ নিধি! কি কহিব আর,
উদ্ধারিতে আমা সবে,
জনম তোমার ভবে,
এসেছ হেথায় তাই সিন্ধু হয়ে পার;
কাঙ্গালী বাঙ্গালীগণ,
তব গুণ অনুক্ষণ,
গাইয়ে লভিবে মরি! আনন্দ অপার।

১৪

ঈশ্বর সমীপে মম এই নিবেদন;
তব দেহ, তব মন,
সুস্থ থাকে সর্ব্বক্ষণ,
পুত্র মুখ শীঘ্র যেন করোহে দর্শন;
সে পুত্র মানুষ হয়ে,

তব হাত যশ পেয়ে,
আমাদের মুখ পানে চাবে অনুক্ষণ।

স্বপ্ন।

পুড়িছে এখন মন, পুড়িছে এখন,
দুঃসময়ে নিশি শেষে হেরি কুস্বপন।
দেখিনু যে সব মরি! শুনিনু শ্রবণে,
এখন অঙ্কিত তাহা, রহিয়াছে মনে।
বলিতে হে ভ্রাতৃগণ! বিদরে হৃদয়,
এত দিনে মাতৃ হীন হতে বুঝি হয়!!
স্বপনে হেরিনু যেন, গহন কাননে,
বান্ধব বিহীন হয়ে, আছি ক্ষুন্ন মনে।
তরু রাজি বিরাজিত, সে কানন স্থল,
কুসুমে শোভিছে কেহ, কেহ ধরে ফল।
পবন হিল্লোলে দোলে পল্লব নিকর,
সঙ্কেতে ডাকিছে যেন, পান্থে নিরন্তর।
না পারে পশিতে তথা, রবির কিরণ,
তরুতল সুশীতল, আছে অনুক্ষণ।
নানাজাতি বিহঙ্গম—বিচিত্রিত কায়,
সুস্বরে দিতেছে যেন সান্ত্বনা আমায়।

অদূরে তটিনী এক শীর্ণ কলেবর,
পতি দরশন আশে ভ্রমে নিরন্তর।
উপনদী দাসী যত, সেবে অনুক্ষণ,
মৎস্য আদি জলচর, সঙ্গে পুত্রগণ,
এইরূপ সে কানন, শোভার আলয়,
কি ফল সে সব বর্ণি এদুখ সময়।
নিরুপায় হয়ে সেই, বিজন কাননে,
কেমনে স্বগৃহে যাই ভাবিতেছি মনে,
নিরাশা প্রচণ্ড বায়ু বহিছে প্রবল,
চিন্তার তরঙ্গ তাহে, বাড়িছে কেবল,
দেখহ ভাবুক জন, কল্পনা নয়নে,
কি ঘোর সঙ্কটে পড়ি আছি সে কাননে॥

সহসা অদূরে শুনি, রোদনের স্বর,
কাঁপিয়া উঠিল হিয়া থর থর থর।
কৌতূহল পূর্ণ আর বিস্মিত অন্তরে,
তথায় সাহস ভরে, গেলাম সত্বরে।
অন্তরাল হতে দেখি, সে বিজন বনে,
প্রাচীনা রমণী এক পড়ি ধরাসনে।
আলু থালু পক্ক কেশ, মলিন বদন,
কেঁদে কেঁদে দুনয়ন রক্তিমাবরণ,

বয়সে প্রাচীন মরি ! অতি শীর্ণ কায়,
নিদারুণ শোকে যেন পাগলিনী প্রায় ।
তথাপি রূপের ছটা অতি মনোহর,
বিভূতি আচ্ছন্ন যথা শোভে বৈশ্বানর ।
ইনি কে ? কোথায় বাস ? কেন এ গহনে ?
এইরূপ নানা রূপ ভাবিতেছি মনে ।
এ হেন সময়ে আহা ! রোদনের স্বরে,
বিনায়ে বিনায়ে হেন কহিলা কাতরে ;
"বিধবা রমণী আমি, নাহি আত্ম জন,
তাহে অতি নাবালক মম পুত্র গণ ;
অত্যাচারে জর্ জর্
হইতেছে কলেবর,
প্রাণের ব্রিটন বোন্ ! প্রাণের ব্রিটন !
আসিয়া অবস্থা মম কর দরশন ;
আর মম কত কাল,
নিকট হয়েছে কাল,
বাছাদের মুখপানে কে চায় এখন,
ওলো বোন্ কে চায় এখন । "

" যবনে ঘেরিল যবে মম নিকেতন,
দাসীরে ফেলিয়া পতি হন অদর্শন।
সে অবধি জ্বলিতেছি বৈধব্য জ্বালায়,
কি আর কহিব বোন্! বুক ফেটে যায়।
অনাথিনী দেখি মোরে, দুরন্ত যবন,
কালক্রমে অভাগীরে, করে জ্বালাতন।
সতীর অসুখ কিন্তু, করিতে মোচন,
কে আছে বলহ বিনা অনাদি কারণ?"
" পশ্চিমে সুদৃশ্য স্থানে বসতি তোমার,
সুখের সাগরোপরে ভাস অনিবার।
ধন, মান, রূপ, গুণ, না যায় কথন,
লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, তব দ্বারে অনুক্ষণ।
ধর্ম্ম শীলা দেখি তোমা জগতের পতি,
আমার কর্ত্তৃত্ব ভার, দেন তব প্রতি।
তোমার আশ্রয়ে থেকে, নাহি পাই ক্লেশ,
দিন দিন হেরিতেছি আনন্দ অশেষ।
কিন্তু এবে ঘটিয়াছে দুঃখের কারণ,
দহিতেছে তনু হায়! তাহে অনুক্ষণ।
এক এক সুখ সঙ্গে দুঃখ শত শত,
অধুনা আমার গেহে, ফেরে অবিরত।

ক্ষীণ জীবী বাছা সব তাহে ক্লেশ পায়,
তাহাদের মুখ দেখি বুক ফেটে যায়।
তুমি বোন্! রহ কত সাগরের পার,
কেমনে বুঝিবে বলো অবস্থা আমার।
রক্ষক যে সব আছে তোমার সন্তান,
আমার নিগূঢ় তত্ত্ব করে না সন্ধান।
কাজে কাজে ইষ্ট ভাবি যেই বিধি করে,
বিধির বিপাকে তাহা বিষ-ফল ধরে।
বাছাদের দুঃখ হেরি বিদরে পাষাণ,
এতে কি সুস্থির থাকে মায়ের পরাণ?”
“বিধবা রমণী আমি নাহি আত্ম জন,
তাহে অতি নাবালক মম পুত্র গণ,
অত্যাচারে জর্ জর্
হইতেছে কলেবর,
প্রাণের ব্রিটন বোন! প্রাণের ব্রিটন!
আনিয়া অবস্থা মম কর দরশন।
আর মম কত কাল,
নিকট হয়েছে কাল,
বাছাদের মুখ পানে কে চায় এখন,
ওলো বোন্! কে চায় এখন।”

"দুঃখের কাহিনী বোন্‌ ! করলো শ্রবণ,
সে দিনের কাণ্ডে হায় ! পুড়িতেছে মন ॥
তোমার সন্তান এক পশি মম ঘরে,
এমনি মস্তকে মম পদাঘাত করে,
তাহাতে তিনটী অতি অমুল্য রতন,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এই কর দরশন ।
কলেজ নামেতে খ্যাত সেই তিন মণি,
হায় ! হায় ! প্রাণ কাঁদে দিবস রজনী !
অপূর্ব্ব সে রত্ন মরি ! শোভা নিকেতন,
না পারি তাহার গুণ করিতে বর্ণন ।
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয় আকাশ,
সে রতন জ্যোতি পেয়ে হইত বিকাশ ।"
" পবিত্র হৃদয় যত, তোমার সন্তান,
অভাগীরে যত্ন করি রত্ন করে দান ।
দুঃখিনীরে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া,
তোর বাছা, তোর কাছে গিয়াছে চলিয়া ।
বিধবা মাসীরে মরি ! করিতে দর্শন,
তব স্নেহ অঙ্ক ত্যজি, করে আগমন ।
এখন পুড়িছে মন, তাহাদের তরে,
কে কোথা মাসীরে বলো হেন সমাদরে ?"

" এক জনে সাজাইল, নাশে অন্য জন,
একথা দুঃখিনী হয়ে, কহে কোন জন ?
এক নয়, দুই নয়, তিন তিন মণি,
বজ্র সম পদাঘাতে ভাঙ্গিল অমনি।
এত যে হয়েছি বুড়ী, তবু লোকে কয়,
অভাগীরে সাজাইলে, বড় শোভা হয়।
এ তিন রতনে দিত উজ্জ্বল কিরণ,
তাহাতে ভাস্বর হতো মম নিকেতন।
হায় ! দুঃখিনীর এত কপালের ফের,
উচ্চ শিক্ষা সাঙ্গ এবে হলো বাছাদের।
ভগ্ন হলো তাহাদের উন্নতি সোপান,
এতে কি সুস্থির থাকে মায়ের পরাণ ? "
"বিধবা রমণী আমি নাহি আত্মজন,
তাহে অতি নাবালক মম পুত্রগণ।

অত্যাচারে জর্ জর্,
হইতেছে কলেবর,

প্রাণের ব্রিটন বোন্ ! প্রাণের ব্রিটন !
আসিয়া অবস্থা মম কর দরশন।

আর মম কত কাল,
নিকট হয়েছে কাল,

বাছাদের মুখ পানে কে চায় এখন,
ওলো বোন্ কে চায় এখন।”
“ শুন শুন শুন বোন্! শুন দিয়া মন,
অভাগীর আর এক দুঃখের কারণ।
উচ্চ শিক্ষা হয় যদি অনিষ্টের মুল,
কি ফল তাহাতে হোক্ সমূলে নির্মূল।
মূর্খ হয়ে বেঁচে থাক কোল যোড়া হয়ে,
তাহে তবু সুস্থ রব, বাছাদের লয়ে।
বিধাতা বিমুখ কিন্তু বিধাতা বিমুখ,
অভাগী সুতের বলো কোথা গেল সুখ?
হায়! হায়! দুঃখিনীর আঁধারি ভবন,
বাছাদের যেতে হবে, শমন সদন।
বাণিজ্য-উন্নতি তরে চারিদিকে পথ,
অচিরে প্রস্তুত হবে, হইয়াছে মত।
সত্য বটে রাস্তা, ঘাট, সভ্যতা লক্ষণ,
যাতায়াত ক্লেশ তাহে করে পলায়ন।
বাঁধিতে এ পথ কিন্তু বহু ধন চাই,
“রথ্যাকর” নামে কর হইয়াছে তাই।
একবার বাছাদের অবস্থা ভাবিলে,
তাদের কাছেতে কড়া কড়ী নাহি মিলে।

তাই বলি ওলো বোন্ ! শুনদিয়ামন,
এ পথে সুতেরে লবে, শমন ভবন।
কোথা থেকে এলো নিদারুণ রথ্যাকর,
দুগ্ধপোষ্য শিশু মম ব্যথিত অন্তর।
উদরে না রুচে অন্ন ভাবিয়া ভাবিয়া,
ব্যাকুল হইয়া ফেরে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
এ পোড়া কপালী যত সন্তান প্রসবে.
আত্মীয় স্বজন লয়ে বাস করে সবে।
বৃদ্ধ মাতা, পিতা, আদি কত পরিবার,
সবার পালনে পুত্র বহে ক্লেশ ভার।
অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি, মহামারি চরে,
পাঠায়ে তাহাতে বিধি সদা দগ্ধ করে।
এ হেন দশাতে সবে, এ দারুণ কর,
কেমনে বহিবে হায় ! মস্তক উপর।
বাছাদের পক্ষে ইহা, অশনি সমান,
তাতে কি সুস্থির থাকে মায়ের পরাণ।"
" বিধবা রমণী আমি নাহি আত্ম জন,
তাহে অতি নাবালক মম পুত্র গণ ;
অত্যাচারে জর জর্,
হইতেছে কলেবর,

প্রাণের ব্রিটন বোন্ ! প্রাণের ব্রিটন !
আসিয়া অবস্থা মম কর দরশন ।
আর মম কত কাল,
নিকট হয়েছে কাল,
বাছাদের মুখ পানে কে চায় এখন,
ওলো বোন্ ! কে চায় এখন ।"
এই কথা কহি তিনি নীরব হইলা,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিপুন আরম্ভিলা ॥
" আর শুন আর শুন দুঃখের বারতা,
দুঃখিনীর দুঃখে কারো না হয় মমতা ?
পূর্ব্বে এক সুত ভব, করে যায় পণ,
"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হবে না লঙ্ঘন ।
কৌশলে সে বিধি ভাঙ্গি, হলো "রথ্যাকর,"
অবাক হইয়ে ভাই ভাবি নিরন্তর ।
আবার তোমার সুত, সেই কথা লয়ে,
আন্দোলন করিতেছে অগ্নি মুর্ত্তি হয়ে ।
"মিনিট" নামেতে তাঁর সহচরী মুখে,
শুনিয়া অবধি বোন্ ! পুড়িতেছে দুঃখে ।
শুনিলাম যাহা তাহা কার্য্যে যদি হয়,
নিশ্চয় মরিবে তবে অভাগী তনয় ।

দিন আনি দিন খায়, আমার নন্দন,
আর কি বাঁচিবে মরি ! তাদের জীবন ! !
খেটে খেটে মরে তবু পেটে মরে রয়,
দুবেলা দুমুটা যোটা, কষ্ট অতিশয় ।
কি হবে তাদের গতি, সবে নিরুপায়,
ভিটে মাটি চাটি হবে হায় ! হায় ! হায় !
"সমারোহ কাজে নাকি দিতে হবে কর,
ভাবিলে শরীরে আসে কম্প দিয়া জ্বর ।
বাপের বয়সে যাহা কভু শুনি নাই,
অধুনা সে সব মরি শুনিবারে পাই ।
কথা শুনি হাসি পায় দুঃখের সময়ে,
বিবাহাদি দিতে নাকি হবে ছাড় লয়ে ।
ওমা ওমা কোথা যাব শুনে ভয় হয়,
ছাড় তরে লগ্ন ভ্রষ্ট হইবে নিশ্চয় ।
আমি নাহি কহিতেছি, সর্ব্ব লোকে কয়,
আতিথেয় হয় অতি দুঃখিনী তনয় ।
আমার সন্তান যেই অতি অভাজন,
সেও ভিক্ষা করি সবে করায় ভোজন ॥
কোথা পাবে বলো বোন্ ! এ ছাড়ের কড়ি,
ভেবে ভেবে বাছা সব হয়ে গেল দড়ি ।'

"যে কথা কহিনু আমি এখন তোমায়,
"মিউ নিশি পাল বিধি" বলে নাকি তায়।
এ বিধি প্রচার হলে রক্ষা আর নাই,
হাহাকার রবে সবে কাঁদিবে সদাই।
মাতা হয়ে বাছাদের কত দুখ কই,
নিশ্চয় এ বার বুঝি পুত্র হীন হই।
দুধের গোপাল সবে পাগল সমান,
এতে কি সুস্থির থাকে মায়ের পরাণ।"
'বিধবা রমণী আমি নাহি আত্মজন,
তাহে অতি নাবালক মম পুত্রগণ
অত্যাচারে জর জর্
হইতেছে কলেবর,
প্রাণের ব্রিটন বোন্! প্রাণের ব্রিটন!
আসিয়া অবস্থা মম কর দরশন॥
আর মম কত কাল,
নিকট হয়েছে কাল,
বাছাদের মুখ পানে কে চায় এখন,
ওলো বোন্! কে চায় এখন।"
"শুন শুন ওলো বোন শুন দিয়া মন্
অভাগীর আর এক অসুখ কারণ,

এক দিকে বাছা সব নিদারুণ করে,
দিবা নিশি জ্বালাতন হয়ে সবে মরে।
অন্যদিকে কত শত ঘুটিয়া জঞ্জাল,
দিতেছে দিতেছে অই সব পয়মাল।
"আবগারী" নামে এক কৃতান্তের চর,
মনের আনন্দে সদা ফেরে মম ঘর,
টাকা দিয়ে পাট্টাপেয়ে বুক বাড়িয়াছে,
তাহারে আটক করে এখন কে আছে?
পদে পদে যে অনিষ্ট ঘটায় পামর,
কহিতে বিদরে বোন্! এ পোড়া অন্তর।
পাতিয়া কুহক-জাল মম পুত্রগণে,
কেমন ধরিছে অই হরষিত মনে,
ধন, মান, আদি করি করিয়া হরণ,
অই দেখ পাঠাইছে শমন সদন।
পুত্রের এ হেন গতি করি দরশন,
কভু কি সুস্থির থাকে জননীর মন?"
"আবগারী" দুরাচারে, তোমার সন্তান,
বহু অর্থ পেয়ে করে আশ্রয় প্রদান।
সামান্য অর্থের তরে যাতনা আমার,
দেখিয়ে দেখেনা তাত সন্তান তোমার॥

নানাদিকে নানা আয়, আছে অগনণ,
এ অর্থ মমতা তবু ছাড়ে না ত বোন্ ! !
"লইলে বিপুল অর্থ, আবগারী ঠাঁই,
বিক্রম কমিবে তার, ভাঙ্গিবে বড়াই।"
এই কথা ধুয়া ধরি তব পুত্রগণ,
নির্ব্বোধ সন্তানে মম ভুলায় কেমন।
আবগারী দুরাত্মার বিক্রম কৌশল
কমিবে কোথায় বরং বাড়িছে কেবল।
আসিয়া হেথায় ওলো ব্রিটন আমার,
সত্য মিথ্যা দেখে বোন্ ! যাও একবার।
সহেনা সহেনা মরি ! সহেনা লো আর,
বাছাদের দুঃখে ফাটে হৃদয় আগার।"
"বিধবা রমণী আমি নাহি আত্মজন,
তাহে অতি নাবালক মম পুত্রগণ,
অত্যাচারে জর জর,
হইতেছে কলেবর,
প্রাণের ব্রিটন বোন্ ! প্রাণের ব্রিটন !
আসিয়া অবস্থা মম কর দরশন ॥
আর মব কত কাল,
নিকট হয়েছে কাল,

বাছাদের মুখ পানে কে চায় এখন,
ওলো বোন ! কে চায় এখন ॥”
অশনি সদৃশ বাক্য বাজিল অন্তরে,
থাকিতে নারিনু মরি ! আর ধৈর্য্য ধৈরে
তাঁহার সম্মুখে গিয়া যোড় করি কর,
কহিনু কে মাতঃ ! তুমি গহন ভিতর ।
শুনিয়া আমার বাক্য হতে ধরাসন,
উঠিয়া নয়ন মুছি কহিলা তখন ;
“এস. এস, বাছামোর, ভেঙ্গেছে কপাল,
বঙ্গভূমি নাম মম জান না গোপাল ॥”
লজ্জিত হইয়ে অতি জননী বচনে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈনু পড়ি ধরাসনে ॥
ধরা হতে উঠি দেখি জননী কোথায়,
অন্তর্ধান হয়েছেন, ফেলিয়া আমায় ।
অমনি ভাঙ্গিল ঘুম ফুরাল স্বপন,
পুড়িছে এখনো তাই পুড়িতেছে মন ॥



